Hemate

Gargi Bhattacharya

******

COPYRIGHTED MATERIAL

হেমাটে

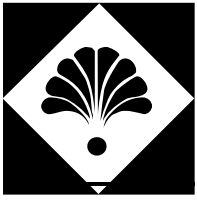

গার্গী ভট্টাচার্য

Dedicated to beloved MASHIMA,

Poet Rekha Roy…..

For me, she is a larger than life personality.

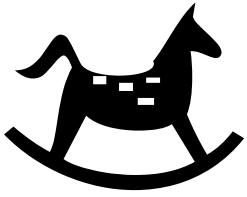

হেমাটে কোনো বই নয় এ হল এক টুকরো মন্থন ।

বইটা আমি লিখবো না ভেবেছিলাম কিন্তু মাসিমার অকাল প্রয়াণে লিখতেই হল !

আশাপূর্ণা দেবীর প্রশংসা পেয়েছিলেন, কবি হিসেবে ।

ওপাড় বাংলা থেকে সর্বস্ব হারিয়ে এপাড়ে আসা ও কবি হয়ে ওঠা --এক অনবদ্য গল্প । অনেক কিছু শিখেছি ওঁর কাছে ।

কোনো জন্মে আমি হয়ত আপনার মেয়ে ছিলাম !

স্নেহধন্য গার্গী !

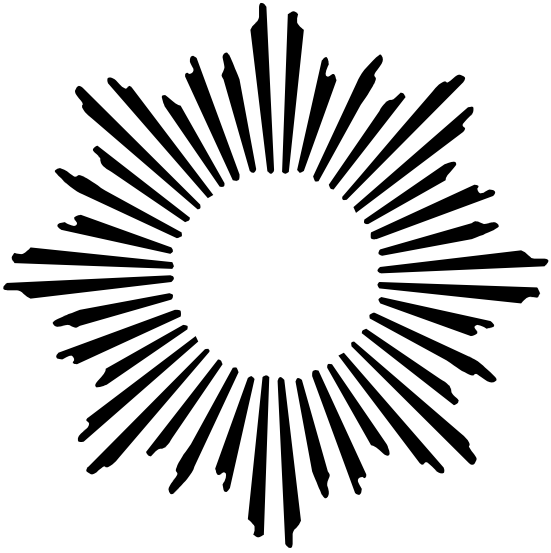

হেমাটে

ব্লগ ধাঁচে রচিত

তামাটে যেমন তামার রং সেরকম হেমাটে হল হেমার রং । সোনালি নয় কিন্তু ! হেমা এক নারী আর তার সঙ্গে থেকে থেকে কয়েকটি সাহেবের বাচ্চা হয়ে উঠেছে হেমাটে । হেমাইশ্ । হেমার গায়ের গন্ধ মেখে ওরা সবাই আজ হেমাটে ।

হেমা আজ কথা বলে না । কথা ফুরিয়ে গেছে । হয়ত তাই ব্লগ লিখতে লিখতে আলাপ হয় লেখকের সাথে ।

হেমার ভান্ডারে যে এত শব্দ ছিলো তা সে নিজেও কোনোদিন আঁচ করেনি । এবার হেমার গল্প লিখবে কোনো এক লেখক , তার জীবন আলেখ্য উঠে আসবে অপরিচিত ক্যানভাসে । সবাই পড়বে ।

জানবে কেমন মৌনমুখর, হেমার জীবন !

আজ থেকে অনেক বছর আগে শ্রীলঙ্কার এক নগরে বাস করতো একটি পরিবার । বাবা মধুশঙ্খ ছিলো ট্যাক্স কনসালট্যান্ট । আয়কর কর্মী । ভদ্রলোকের দুটি মেয়ে । হেমা আর হিতা । হেমা বড় আর হিতা ছোট । হেমার গাত্রবর্ণ বেশ কালো । হিতা অপরূপা । তবে দুজনকেই একরকম দেখতে ।

এলাকার বণিক ময়ূরধ্বজ পছন্দ করেছিলো হিতাকেই । যে কেউ করবে । কৈশোর থেকেই ছিলো বাক্‌দত্তা , বাক্‌পটু হিতা । পরিবারের সবার ইচ্ছে যে হিতা ঐ বণিকের ঘরণী হয় । ময়ূর খুব চোস্ত ছেলে । অল্পবয়সেই সে মালয়, ফিজি ইত্যাদি দেশে ব্যবসাদার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলো । অল্প সময়ের মধ্যেই গড়ে তোলে এক অনবদ্য সাম্রাজ্য ! কিন্তু একটি অটো-ইমিউন অসুখে তার চোখ দুটি অন্ধ হয়ে যায় । কমবয়সে অন্ধত্বে পা দেওয়া মানুষটি তবুও প্রেয়সীকেই স্ত্রী হিসেবে পায় । হিতা তাকেই বিয়ে করে কথামতন । কারণ ময়ূরধ্বজ অত্যন্ত ধনী । তাই চিরতরে আঁধারে ডুবে গেলেও মনটা একটু আনন্দে ভরা ছিলো । সুখে দু:খে হিতা আছে একান্তই হিতাকাঙ্খী হয়ে ! তার আঁখিপল্লব হয়ত ব্ল্যাক আউটের কবলে তাতে কী ? অজস্র চাকর বাকর আর অট্টালিকায় যারা থাকে তাদের সবকিছু করে দেবার মানুষ

থাকেই । কাজেই পত্নী হিতার জীবনও কেটে যাচ্ছিলো সুন্দরভাবেই । ময়ূরধ্বজ তো ব্রেল শেখার চেষ্টা করছিলো । ব্রেল আদতে মিলিটারিতে, সৈনিকদের পাঠানো এক ধরণের কোডের ওপরে ভিত্তি করে সৃষ্ট । ওকে বলে **Night writing -** আলোবিহীন পরিস্থিতিতে এই সিগন্যাল পাঠানো যেতো যুদ্ধের সময় । যদিও এখন এই অক্ষর ব্যবস্থা স্বয়ং সম্পূর্ণ ।

বাধ সাধলো বৌ গর্ভবতী হওয়াতে । হঠাৎ পদস্খলন ঘটলো বেড়াতে গিয়ে । এক লোকাল চা বাগানে ।

সেফ্ সেক্স করতে অভ্যস্থ হিতা অচিরেই গর্ভবতী হল । সবুজ সবুজ চা বাগানের আশ্চর্য আলোতে মদিরাবতী হিতা মেতে উঠেছিলো প্রকৃতির নগ্ন খেলায় । এরকম হয় । কখনো কখনো । এইভাবেই শুরু হয় প্রতিটি বাঁধভাঙার খেলা । এইভাবেই ভাঙে অপরাহ্নের গাঢ় আলো ।

সাঁঝবেলায় কিছু এলোমেলো কথায় হিতার মনে রং লাগে ! আসমানি সেই রং । আর তখনই স্খলিত বসনে ওঠে হিল্লোল ।

আর তারপর চিরবিচ্ছেদ । সন্তান গর্ভে নিয়েই !

আসলে **আসল হিতা** তো কোনোদিনই তার স্বামীর ঘর করেনি ! যে করেছিলো সে ছিলো হেমা । কালো মেয়ে

হেমা । ফর্সা হিতার প্রক্সি । কারণ হিতা ময়ূরধজ্বের সম্পত্তি আর প্রতিপত্তি ব্যবহার করে সুখী হতে চাইলেও অন্ধের শয্যায় যেতে চায়নি । তাই শয্যাসঙ্গিনী হত হেমা । হেমাও ময়ূরধজ্বকেই ভালোবেসেছিলো ।

আসলে ঐ বয়সে এরকম রং লাগেই মনে , সবারই । আর পাত্র যদি টল, ডার্ক আর হ্যান্ডসাম হয় , সিগারে পোড়া দুই ঠোঁট , জন আব্রাহামের মতন চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি তাহলে বেশিরভাগ নারীই আকৃষ্ট হবে ! যদিও কপালের ফেরে আজ চোখে আলো নেই আর কোনো ।

হিতার বাবা ও মায়ের ঠিক এইসময়ই মনে হল যে ওরা এতদিন খুব অন্যায় করে এসেছে । জামাতার অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে কালো মেয়ে হেমাকে তার শয্যায় নিয়মিত পাঠিয়েছে । কাজেই এবার থেকে সততা আর স্বচ্ছতা !

আসলে হিতা একটু জেদি আর কূট । হিংসুটে । স্বার্থপর । অহঙ্কারী । অন্যদিকে হেমা নিরীহ ।

কাজেই ঠিক এরকমই হবে গল্পটা । কিন্তু টুইস্টটা --

ও হেনরির বদলে গার্গী দিচ্ছে বলে অন্যকিছু হলেও আমরা জানতে পারছি না ।

হিতারূপী হেমা- একদিন ময়ুরধ্বজের সন্তান, গর্ভে নিয়েই অন্য একজনকে বিয়ে করতে বাধ্য হয় । সেই লোকটি এক সাহেব । নাম কনোর রিড । হ্যাঁ ,পিয়ানোর রিড নয় কনোর রিড ।

কনোর সোনালি মানুষ । মেছো । মৎস্য ব্যবসায়ী ।

আগের বৌ, মাছের আঁশটে গন্ধ সহ্য করতে না পেরে অবশেষে পালিয়ে গেছে ।

কনোরের গা থেকে আঁশটে গন্ধ বার হত । সবসময় মাছ । মাছ আর মাছ । তাই ।

এবার সে দুনিয়া খুঁজে এমন একজনকে বার করতে চেয়েছে যে মাছ খেতে ভালোবাসে আর মৎস্য ব্যবসাদারের স্ত্রী হতে যার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই ।

শুনেছিলো শ্রীলংকার লোক মাছ খায় নানান ভাবে । শুকিয়ে , রেঁধে , পুড়িয়ে । তাই এই অঞ্চলে ঘাঁটি গাড়া । আর হিতার বাবা ঠিক এরকমই এক পাত্রের সন্ধানে ছিলো যে তার বাতিল মেয়ে হেমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে । কাজেই অঙ্ক মিলে গেলো ।

দুইয়ে দুইয়ে চার । কনোর আর হেমার বিয়ে হয়ে গেলো এক উজ্জ্বল সকালে । লোকাল রেজিস্ট্রি অফিসে ।

আসলে এরকম হত যদি এটা গল্প হত । কিন্তু এটা জীবন । গল্প নয় । তাই চিকিৎসা বিজ্ঞান এমন এক চিকিৎসা বার করলো বিদেশে, যা দিয়ে এইধরণের **অটো ইমিউন ডিজিজের** কবলে পড়ে নষ্ট হওয়া চোখ আবার সারিয়ে তোলা যায় । **নিজ দেহের রক্তকণিকা যখন ভুল করে নিজের দেহকেই আক্রমণ করে বসে তখন সেই রোগকে বলে অটো ইমিউন অসুখ ।** এতদিন এর কোনো চিকিৎসা না থাকায় ময়ূরধ্বজ অন্ধত্বের কবলে পড়ে অনেকটা সময় কাটায় কিন্তু ধনী হওয়ায় তার হয়ে কাজ করে দেবার অনেক লোক ছিলো বলেই কেউ একজন সন্ধান দেয় বিদেশের এই চিকিৎসা প্রণালীর । **ময়ূরধ্বজ আঁখির আঁঠায় আবার আলো লাগাতে সক্ষম হয় ।**

সল্‌মা চুমকির মতন । খানিকটা আলো আঁজলা ভরে তুলে নিয়ে চোখে মেখে নেয় ।

স্বার্থপর হিতা তখন বাবা ও মাকে বলে বসলো যে **হেমাকে তাড়াও আমার বেডরুম থেকে ।**

এখন থেকে আমি ময়ূরের সাথে শোব ।

দুনিয়ায় যত বড় বড় যুদ্ধ হয়েছে বেশিরভাগই তো মেয়েদের কেন্দ্র করে । অর্থাৎ সেই শোয়া অথবা না শোয়া ! কাজেই !

লক্ষ্মী মেয়ে হেমা তাই কনোরের সাথে শোয় এখন । সেই শোয়া আর না শোয়া ।

আর হিতা ময়ূরধ্বজের সাথে ! কেবল মাঝখান থেকে একটা বাচ্চা তার বাবাকে হারালো চিরতরে ।

একটি নিষ্পাপ কন্যা সন্তান । আবার মেয়ে । এবার তাকে নিয়ে কোন যুদ্ধ হয় দেখা যাক্ !

মেয়েটিকে অবশ্য কনোর মেনে নেয় । কনোর ভালোমানুষ । সোজা মানুষ । আর তার এইসব বাচ্চা টাচচা নিয়ে কোনই উৎসাহ নেই । ওর জগৎ কেবলই মাছের আঁশ দিয়ে সৃষ্ট । মৎস্য ভান্ডারের যত খবর সে জানে আর বোধহয় কোনোকিছুই তত জানেনা । এমনকি সাহেব হয়েও- নারীদেহ সম্পর্কে !

মৎস্যকন্যার খবর হয়ত জানে । আর মানুষের বাচ্চার বদলে মাছের ডিমের গল্প । মানুষের ডিম হয় আর তা ফেটে বাচ্চা জন্মায় এরকমও হয়ত ভাবে । কেজানে !

মেয়েটির নাম তাহানি । মাছের ভেড়িতেই তার বেড়ে ওঠা । ছোট থেকে সেও মাছ খেতে ভালোবাসে । খুব । **কাজেই হেমা আর তাহানি ভালই ছিলো কনোরের গৃহে ।** ছুটিতে ওরা দূরে বেড়াতে যেতো । অন্যসময় বাড়িতে মাছের কারবার নিয়ে ব্যস্ত থাকতো হেমা ।

একটু বড় হলে দূরে পড়তে গেলো তাহানি ।

লেখাপড়ায় ভালই ছিলো । তবে মৎস্য সম্বন্ধীয় কিছু পড়েনি সে । মাতামহের মতন ট্যাক্স নিয়ে পড়েছে । টাকাকড়ি, ব্যাঙ্কিং , ফাইন্যান্স এইসব ।

ভালই করেছিলো রেজাল্ট । কাজও ভালো করতো । কিন্তু হঠাৎ ওর মাথায় কী চাপলো দেশ ভ্রমণ করবে । মাতামহ তখনও জীবিত । দিদিমা মারা গেছে ।

ময়ূরধ্বজের সাথে কিংবা হিতার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই যদিও দাদুর । হিতা এইভাবেই এক এক করে লোককে সরিয়ে দেয় । দিতে অভ্যস্থ । যারা ওর এক বিন্দুও ক্ষতি করতে পারে কখনো । ওর স্বামীর অন্ধত্বের সময় সহোদরা হেমার , ময়ূরধজ্বের স্ত্রী সাজার কথা **বুড়ো বাপ্ মা** ব্যাতীত কেউ জানেনা । আর হেমা তো কোন সে সুদূর দেশে । বিয়ে করে গেছে আর ফেরেওনি । অনেক বছর তো হয়ে গেছে ! ওর বিয়ে করা স্বামী কনোর তো সবই জানতো । কাজেই সে সুখেই আছে ।

শিশুটিকে নাকি কনোর মেনে নিয়েছে । ভালই আছে তারা । লোকেও জানে যে তাহানি আদতে কনোর আর হেমার সন্তান ।

হিতা তো সেই অর্থ কারো কোনো ক্ষতি করেনি !

আজ হিতার তিনখানা সন্তান । ওরাও ভালই আছে ।

হিতার বিবেকও সাফ । হেমার হিতেই এমন হয়েছে । নাহলে একটি কালো, কুৎসিত মেয়ে কি এরকম এক সাহেবকে পতিরূপে কখনো পেতো ?

তাহানি দাদুর কাছে ছিলো । নিজ জন্ম রহস্য নিয়ে কিছু জানতে চায়নি কারণ ওর জন্মে যে কোনো রহস্য থাকতে পারে , ও তা কল্পনা করতেও অক্ষম ।

ওর বাবা একজন হোয়াইট অন্ত্রাপ্রাণর । যিনি বেশ প্রতিষ্ঠিত । মাছের কম্পিটিশানে বহুবার ন্যাশেনাল প্রাইজ পেয়েছেন । আর মাও নিজ ইচ্ছায় বিজনেসে সাহায্য করেন । মায়ের মৎস্যপ্রেমই, তার বাবাকে কাছে টেনে এনেছে সুদূর বিদেশ থেকে -শ্রীলংকার বুকে !

গ্লোবালাইজেশানের যুগে ।

এর মধ্যে আবার রহস্য কী ?

তাহানি অবশ্যই বড়লোকের আদুরে মেয়ে । ওকে কেউ কোনোদিন বকেনি । এখন ক্রেডিট কার্ড নিয়ে নাইট ক্লাবে যায় । তারপর বিল ভরে বাবা ও মা ।

বন্ধুদের নিয়ে আনন্দ ফূর্তি না করলে যৌবন কাটাবে কী করে ? নিত্যনতুন বয়ফ্রেন্ড তার । একরাত শুয়ে তারপরে নোংরা পোশাকের মতন ফেলে দেয় । **সেই শোয়া আর না শোয়া ।**

কেউ প্রশ্ন করলে বলে : **নো কমেন্টস্ । অ্যাম আই আ হোর্ ? জানো আমি কার মেয়ে ?**

আদতে এশিয়ার রক্তও আছে শরীরে । তাই কার মেয়ে, কার নাত্নি এগুলি হয়ত এখনও মনে বাসা বেঁধে আছে । পরের জেনেরেশান এলেই , যদি আসে কখনো সেই শোয়া থেকে অথবা আধুনিক ল্যাবে ; তাহলে তার এইসব অভ্যাস হয়ত চলে যাবে । এখন তাহানির ক্ষেত্রে এগুলি আমাদের সহ্য করতে হবে ।

কার মেয়ে , কার নাত্নি এইসব কথামালা ।

হেমার জীবনটা নিয়ে লিখতে গেলে দেখা যাবে যে তার জীবনের গতিবিধি আমরা সেভাবে বুঝতে পারছি না । সময়টা লিনিয়ার নয় । একসাথে অনেক ঘটনা দেখা যাচ্ছে তার জীবনে । নিজেদের সাজাতে হবে ।

হেমার প্রথমদিকে কালচারাল শক্ হয়েছে । অন্য সংস্কৃতি, অন্যরকম অভ্যাস সব বদলাতে হয়েছে ।

ভাষা আলাদা, খাবার দাবার ভিন্ন- কেবল মাছটুকু ছাড়া ! লোকে এখানে বেশি গায়ে পড়া নয় । কমিউনিটি হেল্প আছে সবার । কেউ কারো বাড়ি হট্ করে চলে যায়না ।

তবে ক্লোজ বলতে বন্ধুবান্ধব, সন্তানরা । বর-বৌ অথবা পার্টনার ভাগ্য সবার ভালো নয় । কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা কমিউনিটির লোক, গীর্জার বন্ধুরা সাহায্য করে । একটি বৃহৎ পরিবারের মধ্যে সবার বাস । পুলিশ, হাসপাতাল সব ভীষণ সক্রিয় । কাজেই পুষিয়ে যায় । শুধু একাকীত্ব কাটেনা অনেকের যারা এদের কালচারে ডুবে যেতে অক্ষম !

মেয়ে তাহানি মেধাবী হলেও বর্তমানে কোনো কাজ করেনা । পৈত্রিক একটি বাড়িতে থাকে । একটি সবুজ স্তূপের ওপরে লম্বা একটি বাড়ি । একটাই হলঘর । সেখানে আলমারি দিয়ে দেওয়াল করা । এক কোণায়

একটি কিচেন করেছে । রান্না বলতে সসেজ ভাজা আর স্যান্ডউইচ্ বানানো । বাবার সমস্ত সম্পত্তি মা বিক্রি করে দিয়েছে । কারণ অনেক দেনা হয়ে গিয়েছিলো । বাবার মৃত্যু হল হৃদরোগে । হঠাৎ । বয়স বেশি হয়নি । ষাটও হয়নি । বিদেশে এগুলি কোনো বয়সই নয় ।

মা একা সব ব্যবসা সামলাতে অক্ষম বলেই সমস্ত বিক্রি হয়ে গেলো । আর দেনা তো ছিলই । তাহানি তো কোনো কাজ করেনা । এই প্রপার্টিটা ও বেচতে দেয়নি । বাবার শেষ চিহ্ন বলে । কিন্তু এটা নামেই বাড়ি । কেবল লম্বা একটা হলঘর- এক সবুজ মাটির স্তূপের ওপরে । একটু গ্রামের দিকে তাই বিক্রি করাও মুস্কিল বলে মাও তেমন গা করেনি । **এখন এখানে তাহানি একাই থাকে আর রাতে বন্ধুরা আসে । আগের থেকে অনেক কম আসে তারা ।**

কাউন্সিল থেকেও কামায় কিছু অর্থ । বাইরের ঘাস কাটে না । সামর্থ্য নেই ; গায়ে অত জোরও নেই আদরের দুলালীর । কাজেই বড় বড় ঘাস হয়ে থাকে । ওকে প্রায়ই এর জন্য গরাদের আড়ালে যেতে হয় ৬ মাস করে । এখানে এই নিয়ম । আর ও-ও ; ৬ মাস শান্তিতে থাকে । খাওয়াপরার কোনো চিন্তা নেই ।

যেকোনো কাজ তো সে করবে না । ও কার মেয়ে কেউ কি জানেনা ? এককালীন সফল ব্যবসাদার (মাছের) যিনি অনেক জাতীয় প্রাইজ পেয়েছেন মৎস্যের জন্য!

ওদিকে হেমা তো বুড়িয়ে গেছে । আমাদের এদিককার মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি । আগে কনোরের সাথে কতনা রোমান্টিক মৎস্য অভিযানে গেছে হেমা । রাতভর স্যামোন মাছের বৃষ্টি । অসাধারণ সব ঘটনা ।

গভীর সমুদ্রে মধুজোছনা মেখে, মাছের নৌকো সমেৎ ওরা দুজন । কতনা মাছ ধরেছে । সে এক অন্য নেশা । নৈশ অভিযান ফুরালে ফিরে এসেছে ডাঙায় । মাছ কেটে , বেছে দিচ্ছে অন্য লোকেরা । ডাঙায় ওদের অফিস । তারপর ফিরে এসেছে বাসায় । এগুলি ওদের ব্যাক্তিগত অভিযান । ব্যবসার অঙ্গ নয় । বড়শিতে মাছ গাঁথতে হলে কী কী পন্থা অবলম্বন করতে হয় সব শিখিয়েছিলো ওকে নিজ হাতে কনোর রিড।

পিয়ানোর রিড নয় হাতে ; সে কোনো এক মরা আলোর সমুদ্র গোধূলিতে বরং মাছের রিব্ । কঙ্কালের শঙ্খ ।

পাঁজরের প্রতিটি কোণায় দধীচীর হাড় দিয়ে বানানো সে এক অন্য শিল্প । বুকের ভেতরে কেমন করে !

ময়ূরধ্বজ মনে মনেও নেই ! প্রেমও বদলায় । সম্পর্ক বদলায় । জীবন বদলায় । কেন্দ্র বদলে যায় ।

আসে নতুন ইন্দ্রধনু । ইন্দ্রজাল বিছিয়ে বদলে দেয় পুরনো সবকিছু । ময়ূরের চিহ্ন কেবল তাহানি ।

যাকে আগে দেখলে বুকটা ছারখার হয়ে যেতো ! ওর প্রকৃত পিতার কথা ভেবে । কিন্তু আজ সমুদ্র মন্থনকালে, ছিন্নবীণা নিয়ে না বসে- মন বসে অন্য অর্গ্যান হাতে নিয়ে ! এই বোধহয় জগতের নিয়ম । **মাইন্ড এক্সহস্টেড্ হয়ে যায় শেষকালে ।** তখন নতুন জেটিতে নোঙর করতে চায় । ইউনিভার্সের এই তো চিরন্তন খেলা । **আজ ব্র্যাডম্যান তো কাল তেন্দুলকর ! আজ শ্রীদেবী তো কাল দীপিকা পাড়ুকোণে !**

কনোরের মৃত্যু, জীবন দুই-ই মাছকে কেন্দ্র করে । বিয়েতেও সেই মাছ মেয়ে । মাছ প্রেমী কেউ !

হার্ট অ্যাটাকের কারণ অসম্ভব স্ট্রেস্ ।

গ্লোবালাইজেশান্ । বিশ্ব সংসারকে মুঠিতে ধরার কল । বিদেশী মাছ কোম্পানি তাদের সুস্বাদু মাছ এদিকে

পাচারে ব্যস্ত । কনোরের ছোট , সৎ ব্যবসা বুঝি মাঠে মারা গেলো !

মেয়েকেও মাছ ধরতে শিখিয়েছিলো । মেয়ে খুব কম বয়স থেকেই মাছ ধরতে পটু । বহু প্রাইজ পেয়েছে মাছ ধরার জন্য ; জাতীয় স্তরে । অজাতশত্রু কনোর চেয়েছিলো যে তার ঔরস থেকে জন্ম না নিলেও মেয়ে তাহানি যেন মাছের ভেড়িকেই জীবনের খুঁটি বানায় । **কিন্তু মেয়ে অসম্ভব গুণী হলেও ভীষণ মুডি ।**

মাছের হাত থেকে বাঁচতে হঠাৎ সে নিরামিষাশী হয়ে গেলো । **কনোর বললো : তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বুঝলে ?**

তাহানি বলে ওঠে মুখে আজব শব্দ করে : টেক্ ইট্ ইজি ড্যাড ! নো টেনশান ।

কনোর আর হেমার মিলনে কোনো সন্তান হয়নি । কনোরের নাকি স্পার্ম কাউন্ট খুব লো । চিকিৎসক নানান পরামর্শ দিলেও কনোর আর গা করেনি ।

একটি মেয়ে তো আছেই -বাকিটা জুড়ে থাকুক অঢেল মাছ । রঙীন আর ডুরে কাটা ।

ওরা ড্রাই ফিশ্ও তৈরি করতো । হেমার উৎসাহেই। **কিন্তু গ্লোবালাইজেশনের জন্য আজ বিদেশের সব শুক্নো মাছ , যারা যুগযুগান্ত ধরে এগুলি ভক্ষণ করতে অভ্যস্ত তাদেরই তৈরি ড্রাই ফিশ লোকে গপগপিয়ে খায় ।** লোকাল ব্র্যান্ডের জিনিস ফেলে । স্বাভাবিক । ওদের দোষ দেওয়া যায়না । কিন্তু এই বিশ্বায়নের ফাঁদে পড়ে কতনা ক্ষুদ্র ব্যবসাদার , যাদের রুটিরুজি ওদের ছোট ছোট ফার্ম --তারা হারিয়ে যাচ্ছে । একের পর এক দোকান উঠে যাচ্ছে । শপিং মলের দাপটে । এখন নতুন সরকার এমনও ভাবছে যে **আর বিদেশী নয় ! হাঁফিয়ে উঠেছে সমাজ গ্লোবালাইজেশানের জন্য !**

মাছের ট্রলারও যেন করুণ চোখে চেয়ে থাকে কনোরের দিকে । অনেকে বলেছিলো যে কোনো বড় ব্র্যান্ডের নাম কিনে নিয়ে ব্যবসা করো ; ওদের হয়ে । কিন্তু কনোর নিজস্বতা বজায় রাখতে চায় । আর মাছ তো কেবল ওর ব্যবসা নয় , মাছ ওর প্রাণ । অন্যের শ্বাস-প্রশ্বাস ধার করে নিজের প্রাণ বাঁচে কি ?

অনেকেই জানেনা যে কনোর রাতের বেলায় বেশ কিছু মাছ নিয়ে জলে ছেড়ে দিতো । বলতো : দিনগত পাপক্ষয় ।

হেমার খুব মজা লাগতো । এতবড় মৎস্য ব্যবসায়ী, যার রুটিরুজি মাছ তার এতবড় দিল্ আর বিবেক একেবারে মাছ সংক্রান্ত ? নাহ্ ! অনেকেই এরকম হলে দুনিয়ায় সমস্ত মানুষ বড়ই সুখে থাকতো । **মেছো, মাছখেকো যে এরকম করতে পারে হেমা নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতো না । মেয়েকেও বলতো :: আমার মতন হবার দরকার নেই, বাবার মতন হও । আমার মতন ঘরে না থেকে বাবার মতন স্বনির্ভর হও আর ভালো মানুষ হবার চেষ্টা করো ।**

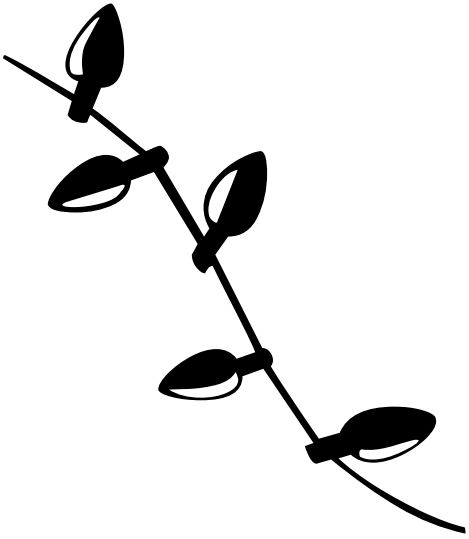

স্বামীর মৃত্যুর পর হেমা, দেনার দায়ে সব বেচে দেয় ।

আর একাকী এতবড় বিজনেস চালানো সহজ নয় ! ও কনোর রিডের স্ত্রী , নিজে মৎস্যবিদ্ কনোর নয় ।

মেয়েও একটি দায় হয়ে উঠেছে । কোনো কাজে মন নেই । খালি পার্টি আর সুরাপান । ড্রাগস্ও নেয় হয়ত । হেমার সিংহলের জীবন আর এখনকার জীবনে কোনো মিল নেই কিন্তু এবার স্বামীহারা জীবন ঠিক কেমন হবে কেউ জানেনা । পয়সাকড়ি ছিলো বলে কিছু বিশেষ অভ্যাসের দাস হয়ে পড়েছিলো । কাজেই খুব একটা নিচে নামতে পারবে না আর ।

এক বড়লোকের বাড়ির বাচ্চাদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব নিলো । গভার্নেস বলা যায় ।

হেমার আদিকূল ইহুদি । শ্রীলংকায় এসেছিলো উদ্বাস্তু হয়ে । আর এই ধনীরা আদতে ইহুদি । তাই কাজটা হয়েই গেলো । নাহলে সাদা চামড়া হয়ত তাকে নিতো না । **শিশুদের সভ্যর বদলে যদি অসভ্য করে তোলে !**

--আমরা সবাই রেসিস্ট ,কেউ সামনে কেউবা অন্তরে ।

সবসময় বলতো কনোর রিড !

সিংহলের উপজাতি ছাড়া প্রথম যেসব সভ্যমানুষ ঐ দ্বীপে পা রাখে তাদের মধ্যে কারা নাকি বাংলা থেকে এসেছিলো । তারপরে আসে তামিল মানুষ । পরে আরো অনেক মানুষ এসেছে । যেমন হেমার পূর্বপুরুষ আসে সুদূর দেশ থেকে । হেমার এখন মাতৃভাষা হল সিংহলি । ও একবার একটি তামিল অধ্যুষিত এলাকায় কাজে যায় । সেখানে গিয়ে ওকে তামিল শিখে নিতে হয় বাক্যালাপের জন্য । কাজ মানে ওর স্বামীর ব্যবসার ব্যাপার ,অবশ্যই বিয়ের পর পরেই ।

ওদের পরিবারের একজন নাকি প্রাচীন ব্রাহ্মিলিপিতে লেখা সমস্ত কিছু পাঠ করতে সক্ষম ছিলেন । উনি এক গুম্ফাতে এগুলি শেখেন । শ্রীলংকার জাতীয় সঙ্গীত নাকি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন । এসব কিছুই শুনেছে নানান মানুষের কাছে ।

দানব ও যক্ষ,রাক্ষসের দেশ বলে প্রচলিত সিংহল আদতে এক মহামিলন ক্ষেত্র । মানুষের মেলা ।

হাটেবাজারে সব মানুষ । গায়ের রং, ভাষা , খাদ্য, ধর্ম ভিন্ন হলেও এদের উৎসস্থল একটাই ।

মান আর হুঁষের পূর্ণকুম্ভ । অনেকটা কুম্ভমেলার মতন । দক্ষিণী কুম্ভমেলা ।

মাঝে রাবনের মমি পাওয়া গেছে বলে হৈচৈ হল । কিন্তু রাবনকে নাকি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো ।

কাজেই মমির প্রশ্নই নেই ।

কনোরের সান্নিধ্যে হেমা নিজেকে নতুন করে ফিরে পায় । একজন মানুষ যাকে সে ভালোবেসে ছিলো কিন্তু জানতো যে সে তাকে কোনোদিনই চায়নি , তারই সন্তান আজ ওর সম্বল । নিজের বোনের জেদকে মর্যাদা দিতে স্বেচ্ছায় তার ঘর করেছিলো । মেয়ে জানেও না যে সে আসলে কার সন্তান ।

কনোর সেই মেয়েকে বুকে তুলে নিয়েছে , হেমাকে মর্যাদা দিয়েছে । আজ মেয়ে ভুল পথে চলে গেছে । সেটাও কম দু:খের নয় । নিয়মিত কোনো কাজে সে নেই । এত মেধা, ক্ষমতা অথচ কোনো কাজে মন নেই । আজকাল অভাবে পড়ে মাঝেমাঝে টুকটাক কাজ করে ; পয়সা রোজগার করে । ফ্রিতে থাকতে পাবে বলে জেলেও যায় । ঘাস না কেটে । মেয়েটা সংসারও করবে না । নিত্যনতুন বয়ফ্রেন্ড ওর । মেয়ের জন্মরহস্য এরকম বলেই কি সে আজ উল্টোপথে ? কে জানে !

কখনো সে লোকের ভ্রূ-পল্লবে ডিজাইন করে কখনো বা রাস্তায় ক্লাউন সেজে লোককে মজা দেখায় আবার কোনো কোনো সময় গ্রসারি শপে জিনিস বিক্রি করে, কাউন্টারে দাঁড়িয়ে । কাজের কোনো ঠিক নেই ।

বর্তমান সময়ে সে একটি অদ্ভুত কাজে নিয়োজিত হয়েছে । বিদেশে হারিয়ে যাওয়া অসুখ কুষ্ঠ দেখা দিচ্ছে । এগুলি আসছে সম্ভবতঃ মাইগ্রেন্টদের মাধ্যমে । এখন এত কেস আসছে যে সরকার একটি হাসপাতাল তৈরি করেছে , দূরে এক নির্জন দ্বীপে । যদিও চিকিৎসকরা বলে যে আজকাল এই অসুখ তেমন ভয়াল নেই আর সবগুলি ছোঁয়াচেও নয় **কিন্তু সমাজে তথ্যের মূল্য খুবই কম ।** আজকাল তো লোকে ফেসবুকে লেখে- নানান কিছু । সেখানেও লোকে এসব নিয়ে খুব আলোচনা করেছে আর ভয় পেয়েছে । সবাই সাংবাদিক । বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যে ভরপুর ফেসবুক , কাজেই ।

এই হাসপাতালে কাজের লোক মেলা ভার । তাহানি সেখানে গেছে । ও এখন ওখানে কাজ করছে । খেতে পরতে পাবে । আর অন্যসব শিখে নেবে ।

ও বলে :: আমার মাও তো মাইগ্রেন্ট । এশিয়া থেকে এসেছেন ।

মাইগ্রেন্টদের নিয়ে লোকাল লোকের নানান আপত্তি আছে । অনেকে ওদের তাড়িয়ে দিতে চায় । বলে :: এরা এসেছে বলেই আমাদের সব সমস্যা আরম্ভ হয়েছে । এদের কালচার নিয়ে এসে, এরা আমাদের কালচারকে দূষিত করছে । এরা দলেদলে এসে হাজির হচ্ছে আর আমাদের কমন সিটিজেনদের জন্য অভিশাপ হয়ে উঠছে ।

এদের জন্যই এখানে করাপশান এসেছে । এরা আমাদের ভালোমানুষির সুযোগ নিচ্ছে । এদের তাড়াও !

--গো ব্যাক্ ব্লাডি নিগার । গো ব্যাক্ মুসলিম টেররিস্ট্স্ ! টু রেবেল ইজ জাস্টিফায়েড্ , ফাক্ চাইনিজ গুডস্ ।

আবার উল্টোদিকে মাইগ্রেন্টরা বলে :: আগে তোদের দেশে সব মাঠঘাট ছিলো । আমরা এসে বসতি বানিয়ে এগুলোকে বাসযোগ্য করেছি । এইসব জায়গায় এখন এত স্কুল , কলেজ , হাসপাতাল হচ্ছে । মানুষ বেড়াতে আসছে । তোদের সেনাবাহিনীতে আমরা । উৎসবের সময় আমাদের দিয়ে কাজ করাস্ । আমরা মাইগ্রেন্ট বলেই শিকড় পুঁততে অড আওয়ার্সে কাজ করে যাই । সামাজিক গঠণেও আমরা সাহায্য করি আর এখন আমাদের তোরা ছেঁটে ফেলতে চাস্ ? কত বড় বড় প্রযুক্তিবিদ্, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, ভাষাবিদ্--আমাদের দেশগুলি থেকে এসেছে জানিস্ না ?

দুইপক্ষের লড়াই চলেই । হেমার মালিক অর্থাৎ যেখানে সে কাজ করতো সেই মালিক তো রাজনীতিবিদ্ । উচ্চাশা আছে অনেক । সে নাকি সমস্ত পলিসি এমনভাবে তৈরি

করে যাতে এই দেশটার ক্ষতি হয় অচিরেই । **কারণ সেই মাইগ্রেন্ট সমস্যা ।**

ভদ্রলোক এসেছিলো অন্য দেশ থেকে । ওদের পরিবারের অনেকেই হিটলারের ভয়ে এখানে এসেছিলো । ওদের এক পূর্বপুরুষ নাকি গ্যাস চেম্বার থেকে জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে ছিলো । সে এইদেশে চলে আসে । আরো অনেকেই আসে । ওরা এইদেশকে সমৃদ্ধ করেছে । শ্রম, সততা আর সাহায্য দিয়ে, জনবহুল করে- কিন্তু এখন অনেকেই ওদের বিরুদ্ধে । মারধোর দেয় । অপমান করে । গো ব্যাক স্লোগান দিয়ে মিছিল করে ।তাই ভদ্রলোকের পলিটিক্যাল অ্যাজেন্ডা হল এইদেশের ক্ষতি করা । ওর বর্তমান পত্নী এক খেলোয়াড় । আইস হকি খেলেন । ভালই নাম আছে । কাজেই দুজনে খুবই ব্যস্ত । বাচ্চাদের দেখাশোনা করার জন্য হেমাকে রেখেছিলো । ইহুদি অরিজিন বলেই । নাহলে হয়ত নিয়োগ করতো না ।

হেমা ওদের সাতটি সন্তানকে বুকে করে বড় করেছে । খুবই সম্মান দেয় ওরা । **ন্যানি নয় মায়ের মতনই মনে করে । বলে : মামা ।**

আসলে নাম হেমা তাই ওরা বলে মামা । নিজের মাকে ডাকে মম্ বলে । তার দেখা কদাচ মেলে । হয়ত গোটা বছরে মাত্র দুবার । কয়েকদিনের জন্য ।

বাবা তো যেই দেশের খায়, পরে- সেই দেশকে রসাতলে পাঠাতে প্ল্যান করে । যখন সময় হয় ; হয়ত এক ঝলক নিজের বাচ্চাদের সময় দেয় ।

সাতজনের মধ্যে চারজন এই দম্পতির নিজস্ব । একজন ভদ্রমহিলার আগের পক্ষের । আর অন্য দুজন ওদের পালিত ।

আগের পক্ষের মানে টিনএজের বাচ্চা । মহিলা তখন ১৫। সেইসময় এই শিশু জন্মায় । আগে দাদু ও দিদিমার সাথে থাকতো ।হকি বিশারদ্ বিবাহ করেন এই শর্তে যে ঐ শিশুকে আপন করতে হবে । পতিদেব না করে না । বরং আরো দুজনকে দত্তক নেয় । একজন অ্যাফ্রিকান, অন্যজন থাইল্যান্ডের মানুষ ।

নাম অবশ্য সবারই সাহেবদের মতন ।

এই দেশটার নাম ওলিম । আর রাজনীতিবিদ্ এসেছে গামা দেশ থেকে । হিটলার নাকি গেমোদেরও গ্যাস চেম্বারে দেয় । ইহুদি বলেই ।

এদের মধ্যে তিনজন মেয়ে আর চারজন ছেলে ।

মেয়েরা হল জিনিয়া, তানিয়া আর সোনিয়া ।

ছেলেরা হল পল, বিল, কেন আর বেন ।

সোনিয়া আর বেন পালিত সন্তান আর পল হল হকি প্লেয়ারের টিনএজের বাচ্চা ।

ওদের ; খুব ভালো করেই মানুষ করেছে হেমা ।কেউ বাবা ও মায়ের পেশায় নেই যদিও ।

সাংবাদিক ,সার্জেন,টিচার, কান্ট্রি সিঙ্গার , হিউম্যান রাইটস্ লইয়ার ,আর্কিটেক্ট আর বিজনেস্ ম্যান ।

বিজনেস্ ম্যান আসলে স্পিকারও । নানান কর্পোরেট সমাবেশে গিয়ে মোটিভেশনাল স্পিচ দেয় ।

হেমাকে সবাই যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করে । নিজ সন্তান তাহানি কেবল নিস্কর্মা ।

মেধা তো তারও ছিলো । ভালই !

সমুদ্র মন্থনের সময় কনোর, ট্রলারের এক কোণায় বসে বারবার হেমার গল্প শুনতো । ময়ূরকে ভালোবাসা, তার সাথে অভিনেত্রী সেজে রোমান্স আর সন্তান বুকে নিয়ে অন্য অচেনা কাউকে বিয়ে করা । কনোরের খুব অবাক লাগতো । মনে হত হেমা মহিয়সী । নাহলে এরকম করে

নিজের জীবনকে বলি দিতে পারতো না । অন্য কেউ হলে হয়ত হিতার কীর্তি ময়ূরকে জানিয়ে , ওর আসল রূপ বার করে দিয়ে- ওখানেই গেড়ে বসতো। আর ময়ূরের মতন তুখোর বণিক কি গর্ভবতী হেমার সব কথা জানলে, হিতাকে পত্নীর আসনে বসতে দিতো ? মনে হয়না । হিতা তার হিতাকাঙ্খী নয় বরং লোভী । এগুলি নাটকের অবোধ দিক্ । কিন্তু চূড়ান্ত বাস্তব ।

তাই হয়ত মাছের আঁশে-- ঢাকা পড়ে যাওয়া কনোর বার বার হেমার কাহিনী শুনতো, সমুদ্রের নীলাভ আভায়, সূর্যাস্তের লাল মেখে ।

। কনোরের মতন মানুষ বিরল । এরকমই মনে হয় হেমার । মৎস্যই তাদের কাছে এনেছে আবার মাছের কারণেই ওর প্রথমা স্ত্রী ওকে ছেড়ে চলে গিয়েছে ।

মানুষটি কেবল মাছ চেনে । মানুষ হয়ত তেমন বোঝেনা ।

তাই হেমাকে মহিয়সী ভাবে, বোকা বলেনা !

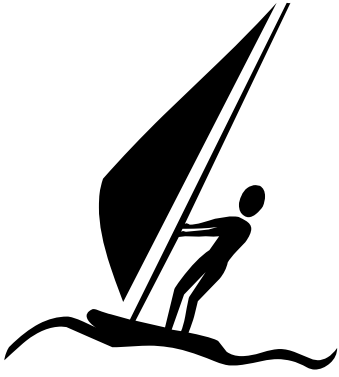

হিতার সাথে আর দেখা হয়নি । ময়ূরধ্বজের সাথেও না । কনোরের কোলে মাথা রেখেই কেটে গেলো এতগুলো বছর । আর মেয়েও ছিলো ।

মেয়ে তাহানি নাকি ঐ হাসপাতালে যোগ দেবার পর এক বয়ফ্রেন্ডকে পাকাপাকিভাবে স্বীকার করেছে । নাকি বিয়েও করবে মাসকয়েকের মধ্যে ।

ওর সাত সন্তানকে বলেছে । সেখান থেকেই জেনেছে হেমা । মায়ের পছন্দ আর অপছন্দের ধার ধারেনা তাহানি । আর প্রেমেরও বয়স নেই । এখন যা হবে তা একান্তই বোঝাপড়া । কাজেই পাত্র যেই হোক্ মেয়ে সুখী হলেই মাও খুশি ।

তবে এই পাত্র একটু আজব। বয়স নাকি ১৫৭ বছর ।

জাতিতে জাপানী । জাপান থেকে এখানে আসে শ্রমিক হয়ে । মালবাহী জাহাজে করে । শৈশব থেকে নাকি মাল বইতো । পরে কিমোনো বানাতো । এখন কিমোনো তৈরির বড় কারখানা আছে । ১৫৭ বছরের এই পুরুষ নাকি একা থাকে আর স্বপাক আহার করে । এখনও । কিমোনো বানালেও সেগুলি জাপানীদের বিক্রি করে । সাহেবদের দেয়না । অন্য জাতির লোক কিনতে পারে ।

কারণ ওর বড্ড বুকে টনটন করে, অ্যাটম বোমার কথা ভেবে । বোমার ঘা কি কিমোনো দিয়ে ঢাকা যায় ?

এই কিমোনো বিশেষজ্ঞ এখন হেমার হবু জামাতা ।

বয়সে হেমা কেন ওর চোদ্দ পুরুষের চেয়ে বড় ।

কী বলে ডাকবে ওকে ? হারাকু ? যা ওর নাম নাকি অন্য কিছু ?

হারাকু নাকি তাহানির ; লেপারদের সেবা করাকে মহার্ঘ্য বস্তু বলে আখ্যা দিয়েছে । যারা মানুষের জন্য কাজ করে একমাত্র তারাই মহান্ , ওর মতে ।

ও নাকি বলে :: জীবনটা নিয়ে আর যাই করো, হিরোসিমা করোনা । কাউকে হায়বাকুশা করো না !!

(WIKIPEDIA --**Hibakusha** is the Japanese word for the surviving victims of the 1945 atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. The word literally translates as "explosion-affected people" and is used, often derogatorily, to refer to people who were exposed to radiation from the bombings.)

পল , বিল, তানিয়া -ওরা সবাই হেমার তৈরি পুডিং খেতে ভালোবাসে । ওদের সবার খাবার ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি ছিলো ।

পালং শাক, লেটুস্, কফি ,ব্রকলি , বিন্স্ , গাজর এগুলি নিয়ম করে খেতে হত । মাংস আর ডিম কম করে খাবার নিয়ম ছিলো । কোলোন ক্যান্সার এড়ানোর জন্য । ফল আর স্যালাড্ একবার খেতেই হবে দিনে ।

ছেলেপুলেরা খুব কাইন্ডলি নিতো না এই কঠোর নিয়ম । কাজেই হেমা, তার মধ্যেই ওদের নানান মুখরোচক বস্তু বানিয়ে খেতে দিতো । স্যালাডের চেয়ে সবজি দিয়ে সুজির হালুয়া ওরা ভালো খেতো । স্যুপের বদলে সম্বর । আর শুধু মাংস না খেয়ে স্বাস্থ্যকর দোসা আর ইডলির সাথে মাংসের হাল্কা কারি । স্ক্রাম্বেল্ড্ এগ দিয়ে পোঙ্গল- কার্ড দিয়ে দহি বড়া - এইসব । ওরা খুব খেতো । খুশিও হত ।

হেমাকে ওরা খুব ভালোবাসতো ।

ওদের মা একটু ভালগার মহিলা । অনেক সময়ই বাসায় নগ্ন হয়ে ঘুরতো । তার নাকি অসম্ভব গরম লাগছে । এগুলি সামারের সময় হত । আর বন্ধুরা এলে নিজ স্তনের দিকে কিংবা পায়ের জয়নিং এর দিকে ঈশারা করে বলতো : **কী ? তোমরা এগুলোর জন্য এসেছো ?**

একবার তো অতিরিক্ত মদ্যপান করে ; নগ্ন হয়ে- মাঝ রাতে বাচ্চাদের ঘরে চলে আসে । ওদের দেখতে ।

শোবার আগে ওদের কথা মনে হতে- এই অবস্থায় আসা । কী হয়েছে ? এগুলো কার নেই ? সবাই তো জানে এসব তাই না ?

হেমা তখন ওকে বড় তোয়ালে দিয়ে ঢেকে নিজের ঘরে দিয়ে আসে আর বলে আসে যে এত রাতে বাচ্চারা ঘুমায় তো , পরেরদিন স্কুল, কলেজ থাকেই- কাজেই আসার আগে হেমাকে একটি মিসড্ কল দিলেই হেমা বুঝে যাবে যে মিসেস্ আসছেন, তখন বাচ্চাদের তুলে দেবে । আসলে মহিলার ড্রেস রেডি করে বাইরে গিয়ে ঢেকে নিয়ে আসবে ।

কিশোর ছেলেরা সব ঘরে থাকে । মাকে এই অবস্থায় দেখা হেমার মতে অনুচিত ।

মদ্যপান না করলে মহিলা একদম ব্যালেন্সড্ । খুবই র‍্যাশনাল । কিন্তু পেটে পড়লেই অন্যমানুষ !

হেমাকেও ওরা খুব ইজ্জৎ দেয় । রাজনীতিবিদ্ , যে দেশের সর্বনাশে ব্যস্ত সেও হেমাকে খুব পছন্দ করে ।

বলে :: তুমি না থাকলে আমার ছেলেপুলেগুলো গোল্লায় যেতো । আমাদের সময় কৈ ওদের দেখার ? যখন সময় হবে ততদিনে ওরা নিজেরাই বাবা, মা হয়ে যাবে !

বলে দিলখোলা হাসি দিতো।

এই একই মানুষ নাকি অ্যাফ্রিকান আখড়ায় যায় । দেশের অকল্যাণ করার নেশায় । এক বুড়ো প্রিস্টকে দিয়ে নানান যাদুটোনা করায় । **জুজু** বলে ওগুলিকে । হেমা শুনেছে অন্য চাকরদের কাছে । খালি গায়ে, এক কালো বৃদ্ধ নানান মন্ত্র পড়ে এসব করে । **নাকি হকিবিদ্ বৌয়ের ওপরেও জুজু মন্ত্রতন্ত্র করে, ওকে কব্জায় রাখতে । ছলনায় জুজুবুড়ি করে রাখে ।**

- ডেস্ট্রয় ওলিম !

এটা নাকি ওর অত্যন্ত কাছের শব্দ আর গভীর মনোবাসনা । তবে সেখানে ভদ্রলোক ছদ্মবেশে যায় । অন্য পুরনো গাড়ি ভাড়া নেয় ; চাকরের নামে । তারপর সেখানে যায় । চারদিকে তো শত্রু তার । পলিটিশিয়ান না ? রাজনীতিতে সব চলে । কাজেই সদা সাবধান !

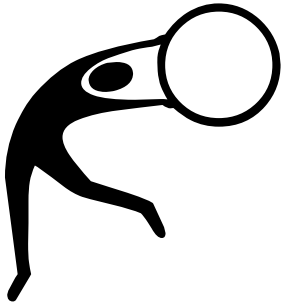

হেমা নাকি সবসময়ই চাইতো যে তার মৃত্যু একবারেই হয়ে যায় । রোগে ভুগে মরার মতন বিলাসিতা করার উপায় নেই তার । কাজেই এমনভাবে মৃত্যু হবে যেন **হট্** করে চলে যায় । কনোরের মতন ।সবাইকে বলতো এইসব ।

সাতজন বড় হয়ে গেলে মনে করে ডিউটি শেষ হয়ে গেছে । রাজনীতিবিদ্ কতটা ক্ষতি করেছে হেমা জানে না তবে বরফে ভেসে বেড়ানো হকি বিশারদ্ এখন খেলা ছেড়ে দিয়েছে । হেমাকে সবসময় পুরো ক্রেডিট দেয় বাচ্চাদের মানুষের মতন মানুষ করার জন্য । তবুও হেমার অন্তরে ফাটল ধরে গেছে । কারণ তাহানি নিজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে । **এখন তো সে ১৫৭ থেক ১৬২ হওয়া বৃদ্ধ অলিভ গাছের সঙ্গী ।**

কী খায় যে এত বছর বেঁচে আছে ? নিরামিষ খায় নাকি ? জাপানীদের মতন কাঁচা মাছ খায়না ? আর নিয়মিত যোগব্যায়াম করে ? কম বয়সে নাকি মালবহন করতো । পরে কিমোনো তৈরির সাথে সাথে মার্শাল আর্টও শিখে নিয়েছিলো ।

এর চেয়ে বেশি কিছু জানেনা হেমা তার জামাই সম্পর্কে । আর এত বয়স্ক একজন ; যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ দেখেছে তার জীবনের সব কথা কী জানা সম্ভব নাকি সে নিজেও জানে ?

আগেই বলেছি যে হেমার জীবনে সময় লিনিয়ার নয় ।
সমস্ত ঘটনা উঠে আসছে এক এক করে ।

বয়সের ভারে হেমাও একদিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো । তাহানিকে সংবাদ দেওয়া হল । সে সাফ জানালো যে তার বৃদ্ধ পতির সেবা করছে বলে আসা সম্ভব নয় । যে গেছে- সে তো চলেই গেছে । তাহানির আসা না আসার ওপরে আর কিছু নির্ভর করে না কিন্তু যে আছে তাকে দেখা তার কর্তব্য । **তাই এখন সে হারাকুকে নিয়ে ব্যস্ত । কাল একটু সর্দি লেগেছিলো । খুব সাবধানে রাখে । একটু বয়স হয়েছে তো !**

হেমার অন্য সাত সন্তান হাসবে না কাঁদবে বুঝে পায়না ।

ওদের বাবা মাও খুবই অবাক । এ কেমন মেয়ে ? মাকে শেষ দেখাও দেখবে না ?

তার উত্তরও আছে তাহানির কাছে ।

--সি ওয়াজ আ চিট্ । লায়ার । সি ওয়াজ আ কাওয়ার্ড ।
নিজের বোনের হাজব্যান্ডের সাথে শুয়ে আমাকে পেয়েছে । সেটা গোপন করেছে আমার কাছে । আমার বাবা, সৎ

আত্মা কনোর রিডের কাছেও নির্ঘাত । আমাকে বড় হবার পরও বলেনি । এরকম মহিলার অন্ত্যো:ষ্টি করার কোন বাসনাই আমার নেই । ওকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হোক্ মৃত কুকুর- বেড়ালের ভ্যানের মধ্যে । অথবা সমুদ্রে ! হাঙর খেয়ে যাবে ওকে । আর সেটাই ও ডিসার্ভ করে ।

সাত সন্তান মিলে, হেমার মৃতদেহটা নিয়ে বাড়ি থেকে কবরখানায় গেছে । সমাধিস্থ করেছে ।

ফুলে ফুলে ভরিয়ে দিয়েছে মামার দেহ ।

খুব কেঁদেছে ওরা সবাই । ওদের মা এমন কি বাবাও ।

হেমাও তো আদতে ইহুদি বংশ জাত- আর মাইগ্রেন্ট !

যথা সম্ভব সম্মানের সাথে ওকে কবর দিয়েছে ওরা । কারণ হেমাও নাকি সেটাই চাইতো । ওর দেহ ধূলিকণায় মিশে যাবে । চিল-শকুনের খাদ্য না হয়ে । ধরিত্রী ; আমাদের দেহ ধার দেয় আর একদিন ফেরৎ নিয়ে নেয় । হয়ত বুঝেছিলো যে মেয়ে আসবে না তাই এই নিয়ে মন্তব্য করে গেছে ! কে জানে ?

হেমা মাইগ্রেন্ট আর অনাথা । কাজেই সবই চলে ।
শেষকৃত্য হয়েছে এই না কত !
বারোয়াড়ি লাশের ঘরে চলে যায়নি । মোমবাতি জ্বলেছে , ছেলেপুলেগুলো অঝোরে কেঁদেছে আবার কি ?
মাইগ্রেন্ট সংস্থা থেকে মোটা ফুলমালা বুকে এঁটে হেমা কফিনে শুয়েছে । আর কি চাই ? নাই বা এলো কেউ - synagogue , rabbiকেউ নেই । শুধু সাত সন্তান ও তাদের **ইহুদি** পরিবার ।
পুষ্পে খরচ না করে ওরা দান করে দেয় চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণায়। মূলত যেই অসুখে মানুষটি মারা গেছে সেই রিসার্চে অথবা নিতান্তই দান synagogue টিতে!

ওদিকে কিমোনো বিশারদ্ , দুটি বিশ্বযুদ্ধের কবলে পড়া হারাকু এই সংবাদ শুনে তাহানিকে খুব কড়া ভাষায় বকেছে । **বলেছে :: তোমার গর্ভধারিনী ছিলো । তোমার যাওয়া উচিৎ ছিলো । ওঁর কাজের বিচার কেন করছো ? তুমি তখন ছিলে ? কতটা জানো তুমি ? তার চেয়েও বড় কথা ওর জন্যেই তুমি এইজগতের আলো দেখেছো !**
বাবা মায়েরা যেমন সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন সেরকম সন্তানের কাছে তাঁরাও ভালোবাসা চান ।

কিমোনো কর্মীরা হেমার সমাধিতে ফুলের স্তবক দিয়ে গেছে। তবুও তাহানি আসেনি।

গ্লোবালাইজেশানের জন্য প্রাণ হারিয়েছে কনোর।
সেই একই কারণে আবার তাহানি; নিজ জীবন স্বাধীনভাবে কাটাতে সক্ষম হয়েছে- প্রাচ্যের রীতিনীতিকে তোয়াক্কা না করে। আবার সেই বিশ্বায়নই দিয়েছে হেমাকে; তার সাত সুযোগ্য সন্তান। যারা কেবল তার শেষ কাজই করেনি, প্রতি সপ্তাহে- ওর চলে যাবার দিনে সাতটি করে মোম আর ফুলের মালা দিয়ে মনে করে তাকে। এখনও পর্যন্ত একদিনও মিস্ হয়নি। তিন বছর তো পেরিয়ে গেছে!

হারাকু এখনও জীবিত। সে এখন প্রায়ই তাহানিকে খোটা দেয়, মায়ের প্রসঙ্গ তুলে! নিজের মৃত্যুর পর; তাহানি ওকে নিয়ে কী করবে তাও শুধায়। ফিউনেরালে যাবে তো? ওর বিয়ে করা বৌ?

বহুবার নারী ও পুরুষ সঙ্গ করলেও দুজনেরই এটা প্রথম বিয়ে ।

তাহানি কেমন বোবা হয়ে গেছে । কথা বলেনা ।

মনে মনে অবশ্যই বলে :: কে আগে যায় দেখো !
তোমার যা প্রোফাইল- তাতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখে গেলেও অবাক হবো না । তবে ওপাড়ে আমি থাকবো তোমায় স্বাগত জানানোর জন্য !

এ ব্যাপারে আমি ১০০ ভাগ নিশ্চিত ।

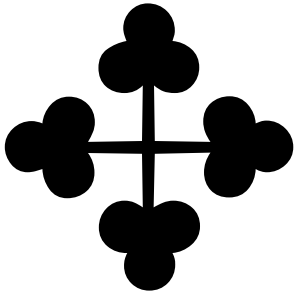

The end